

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

পরিপত্র নং- ৯/৯৫

নং - ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪-১৪১-বিবিধ

তারিখ : ১৪/০৩/১৯৯৫ ইং

৩০/১১/১৪০১ বাং

বিষয় : অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারী জমি হস্তান্তর পদ্ধতি ও বিভিন্ন স্তরে গৃহীতব্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে।

১৯৮২ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে অধিগ্রহণের বিভিন্ন স্তরে সময়সীমা নির্ধারিত হওয়ায় এবং ৩ ধারা নোটিশ জারীর পর আপত্তি না থাকিলে জেলা প্রশাসককে এবং আপত্তি না থাকিলে বিভাগীয় কমিশনারকে ১০ বিঘার স্থলে ৫০ বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন করার ক্ষমতা প্রদানের প্রেক্ষিতে অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সরকারী জমি হস্তান্তরসহ অধিগ্রহণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারী সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

(ক) যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল (সংশোধনী) আইন ১৯৯৪ এ অধিগ্রহণ কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইহেতু উক্ত সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই সমুদয় কার্যক্রম নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন অধিগ্রহণ কেস নিষ্পন্ন না হওয়ার কারণে কেসটি বাতিল হইলে চূড়ান্ত দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/কর্মকর্তার উপর বর্তাইবে।

(খ) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারী খাসজমি থাকিলে এইরূপ খাসজমির ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য ধার্য করিয়া (একই এল, এ কেসে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির জন্য ধার্যকৃত একর প্রতি মূল্য প্রযোজ্য হইবে) উহা প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে আদায়ক্রমে "৭-ভূমি রাজস্ব নানাবিধ আদায়" খাতে জমা দিয়া দখল হস্তান্তর করিতে হইবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ১৭/৫/৮৬ ইং তারিখে ২ এম-৮/৮৬/রিকুইন/২৪৬(৬১) নং স্মারকের নির্দেশাবলী বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্য কোন সংস্থার পূর্ব-অধিগৃহীত অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় জমি থাকিলে উক্ত সংস্থার মতামত সংগ্রহ করিয়া অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৬/১০/৯৪ ইং তারিখের ভূঃমঃ/শা- ১০ হ্রঃদঃ/সাধারণ ১/৯৪/৩৪৫(৬৪) নং স্মারকের নির্দেশ মোতাবেক হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বা/- (আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী)

সচিব

ভূমি মন্ত্রণালয়।

নং-ভূঃমঃ/শা-০৯-১৮/১৮৯৪/১৪১/১(১০০)- বিবিধ,

তারিখঃ ১৪/০৩/১৯৯৫ই

৩০/১১/১৪০১বাং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল :-

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

২। জেলা প্রশাসক (সকল)

স্বা/- (মুঃ আবদুস সালাম)

উপ-সচিব (আইন)

ভূমি মন্ত্রণালয়।

(স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ থেকে সংকলিত)

অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

প্রথম অধ্যায়

(উপক্রমণিকা/ অনুসরণিকা)

১. জনস্বার্থে বা জন উদ্দেশ্যে কোন স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণে এই নির্দেশাবলীতে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে;
২. এই নির্দেশাবলীতে :-
 - (ক) "অধ্যাদেশ" বলিতে স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও ছকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮২) কে বুঝাইবে;
 - (খ) "বিধিমালা" বলিতে স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা ১৯৮২ -কে বুঝাইবে।
 - (গ) "ধারা" বলিতে স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও ছকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ধারাকে বুঝাইবে;
 - (ঘ) "বিধি" বলিতে স্বাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বিধিমালা ১৯৮২ এর বিধিকে বুঝাইবে;
 - (ঙ) "জেলা প্রশাসক" বলিতে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এল এ) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।
৩. এই নির্দেশাবলীতে উল্লিখিত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে বা অধ্যাদেশ কিংবা বিধিমালায় উল্লিখিত বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে বা কোন বিষয় বাদ পড়িলে অধ্যাদেশ এবং বিধিমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৪. সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত এই নির্দেশনা/পরিপত্রের বিষয়বস্তুর সহিত এই নির্দেশমালায় বর্ণিত কোন বিধানের অসংগতি থাকিলে নির্দেশমালায় বর্ণিত বিধানই অনুসরণীয় হইবে।
৫. দি বেঙ্গল ল্যান্ড একুইজিশন ম্যানুয়েল, ১৯১৭ এর বিধানসমূহ সাধারণত অনুসরণ করা যাইবে না। তবে অধ্যাদেশ, বিধিমালা, কিংবা এই নির্দেশাবলীতে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্টভাবে বিধৃত হয় নাই, অধিগ্রহণ সম্পর্কীয় এমন কোন বিষয়ে উক্ত ম্যানুয়েলে বিধান থাকিলে এবং উক্ত বিধানটি অধ্যাদেশ কিংবা বিধিমালায় সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংঘাতপূর্ণ না হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত বিধান অনুসরণ করা যাইবে।
৬. অধ্যাদেশ এর আওতায় জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে যে কোন বেসরকারি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে। তবে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে না।
৭. অধিগ্রহণ প্রস্তাবে সরকারী খাসজমি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, উহা অধিগ্রহণ প্রয়োজন হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে খাস সম্পত্তির মূল্য ধার্য করিয়া (একই কেসে পার্শ্ববর্তী সমশ্রেণী ও সমসুবিধায়ুক্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির জন্য ধার্যকৃত মূল্যহারের ভিত্তিতে) মূল্য বাবদ অর্থ প্রত্যাশী সংস্থার

নিকট হইতে আদায়ক্রমে “৭ ভূমি রাজস্ব নানাবিধআদায়” খাতে জমা দিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।

৮. ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯২ ধারামতে বা অন্যকোন বিধানবলে খাসকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ৭ নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।
৯. অর্পিত ও অনাবাসী এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং সম্পূক্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।
১০. অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্য কোন সরকারী সংস্থার পূর্ব-অধিগৃহীত সম্পত্তি থাকিলে, উহা পুনরায় অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না। এই রূপ ক্ষেত্রে ৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানমতে হস্তান্তর করিয়া দিতে হইবে।
১১. পূর্বে অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পর ঐ সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে আবশ্যিক হইলে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণ করিতে হইবে।
১২. অধিগ্রহণ প্রস্তাবে কৃষি জমি বা অন্য কোন মূল্যবান জমি থাকিলে উহা যথাসম্ভব বাদ দিয়া তৎপরিবর্তে অনাবাদী, পতিত বা কম মূল্যবান জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা, শিল্পএলাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য এলাকা, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তিও যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে।
১৩. অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে যে সময়সীমা নির্ধারিত আছে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন অধিগ্রহণ কেস নিষ্পন্ন না হওয়ার কারণে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল হইলে চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপর বর্তাইবে।
১৪. অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের স্বার্থ যাহাতে কোনভাবে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
১৫. বর্গাদের কর্তৃক আবাদকৃত ফসলের তথ্য সংগ্রহ, যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ যথাযথভাবে বিতরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
১৬. একটি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘার উর্ধ্বে হইলে, উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণ কেসের সংখ্যা এবং কেসভুক্ত জমির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।
১৭. অধিগ্রহণ প্রস্তাবভুক্ত জমি পুরাটাই খাসজমি হইলে অধিগ্রহণ না করিয়া বিধি মোতাবেক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রাক অধিগ্রহণ কার্যক্রম)

১৮. ভূমি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯. নিম্নলিখিত থানা এলাকাসমূহ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির এখতিয়ারভুক্ত :-
কোতয়ালী, লালবাগ, রমনা, সুত্রাপুর, মতিঝিল, কেরানীগঞ্জ, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, টংগী, রূপগঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট, সাভার, জয়দেবপুর, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, বন্দর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নরসিংদী এবং ডেমরা। (১৯৮০ ইং সনের পর উল্লিখিত থানা বিভক্ত হইয়া কোন নতুন থানা সৃষ্টি হইলে কিংবা ভবিষ্যতে আরো বিভক্ত হইলে উক্ত থানা এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।)

২০.১ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/ তথ্যাদি (প্রত্যেকটি ৫ কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে :-

(ক) প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র (পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাব এর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র কিংবা অনুমোদিত প্রকল্প সারপত্র) ;

(খ) ন্যূনতম জমির প্রয়োজীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ;

(গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচি (সর্বশেষ জরিপের মৌজার নাম জে. এল. নং, দাগ নং দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে) ;

(ঘ) লে-আউট প্র্যান ;

(ঙ) নক্সা (সর্বশেষ জরিপের নক্সায় প্রস্তাবিত জমির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রস্তাবিত জমির সীমানার ভিতরে অধিগ্রহণযোগ্য নহে এমন ভূমি যথা ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান থাকিলে বা অধিগ্রহণ করা হইবে না এমন জমি থাকিলে উহা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে) ;

(চ) নির্ধারিত ছকে বর্ণনা (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ছকের নির্ধারিত স্থানে স্থানসংকুলান না হইলে ভিন্ন কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংযোজন করিতে হইবে) ;

(ছ) রাজউক, কে. ডি. এ. সি.ডি.এ. আর. ডি. এ. এর অনাপত্তিপত্র (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য);

(জ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে);

(ঝ) প্রকল্পের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী কিংবা বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র;

(ঞ) পুরানো দপ্তর/স্থাপনার পরিবর্তে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরানো দপ্তর/স্থাপনা জমি কালেক্টরের নিকট সর্মপণ করা হইবে- এইমর্মে অঙ্গীকার পত্র;

(ট) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা (আবসিক/অফিস ভবনের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কোন কাজের জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন তাহার বিস্তারিত বিবরণ, রাস্তা, বাঁধ ও খালখনন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ ও খালের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে)।

২০.২ বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ পাঁচ কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প/উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলাগি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তাপত্র;

খ) ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র;

গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচী (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জে. এল. নম্বর. দাগ নম্বর, দাগের শ্রেণী, দাগের মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে)।

ঘ) লে-আউট প্লান;

ঙ) সর্বশেষ জরিপের নকশা (প্রস্তাবিত জমি লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে);

চ) বিধিমালার ৭ নং বিধিমাতে "ছ" ফরমে সম্মতিপত্র (৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর);

ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এর অনাপত্তিপত্র, (যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য);

জ) প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা।

২১. জেলা সদরে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে। জেলা স্থান নির্বাচন কমিটির গঠন নিম্নরূপ :-

- ক. জেলা প্রশাসক
খ. পুলিশ সুপার
গ. সিভিল সার্জন

- সভাপতি
সদস্য
সদস্য

ঘ. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ

সদস্য

ঙ. নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী,

সদস্য

জনস্বাস্থ্য বিভাগ

চ. ভূমি প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি

সদস্য

ছ. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক

সদস্য-সচিব

(অধিগ্রহণের দায়িত্বে)

২২. সাধারণত একটি প্রকল্পে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের জন্য একটি মাত্র প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে। তবে প্রকল্পটি একাধিক বছরে বা ফেজে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে প্রতি বছরে বা ফেজে যত জমি প্রয়োজন হইবে সেই পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবে অর্ন্তভুক্ত করিতে হইবে। প্রকল্পটি একাধিক জেলায় বিস্তৃত হইলে ভিন্ন ভিন্ন জেলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করিতে হইবে।

২৩. অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মূল কপি সংযোজন করিয়া দিতে হইবে। কোন পত্রের মূল কপি দেওয়া সম্ভব না হইলে প্রস্তাবক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত স্পষ্ট ফটোকপি দিতে হইবে। অস্পষ্ট, কাটাকাটি করা কিংবা স্বাক্ষরবিহীন ওভাররাইট করা কোন কপি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২৪. অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসক স্বয়ং কিংবা সম্পত্তি অধিগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক যৌথভাবে সরেজমিনে অধিগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া লইবেন। এইরূপ সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ২১(একুশ) দিনের মধ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পরবর্তী ২১(একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৫. সরেজমিনে সম্ভাব্যতা যাচাইকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে যাচাই করিয়া লইতে হইবে:-

- ক) প্রস্তাবিত জমির কোন দাগে কোন উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা;
- খ) প্রস্তাবিত জমি বা উহার কোন অংশ ইতোপূর্বে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির অনুকূলে অধিগৃহীত কিনা;
- গ) অধিগ্রহণের ফলে অধিক সংখ্যক ঘরবাড়ী, লোকালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিনা;
- ঘ) অধিগ্রহণের কাজে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে কোন বাধা আসিবে কিনা বা কোন জনরোষ সৃষ্টি হইবে কিনা;
- ঙ) প্রকল্পটি প্রস্তাবিত স্থান ছাড়া পাশ্বেবর্তী কোন কম মূল্যবান এবং কম লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এমন স্থানে বাস্তবায়নের সুযোগ আছে কিনা;
- চ) দগুর/স্থাপনা/আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থার পূর্ব অধিগৃহীত জমিতে বা পূর্বতন দাপ্তরিক এলাকায় বাস্তবায়ন করা যাইবে কিনা বা বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে কম জমি অধিগ্রহণ করা যায় কিনা;

ছ) সামগ্রিক বিবেচনায় জমির চাহিদা নিম্নতম কিনা।

২৬. সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রত্যাশী সংস্থার কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং যথাযথ বিবেচিত হইলে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বিবেচনার্থে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২৭. কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির গঠন নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি :-

১।	মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-	সভাপতি
২।	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়-	সদস্য
৩।	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, (রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ বিভাগ)	সদস্য
১০।	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	সদস্য
১১।	চেয়ারম্যান, রাজউক	সদস্য
১২।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	সদস্য
১৩।	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৪।	জেলা প্রশাসক, গাজীপুর	সদস্য
১৫।	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী	সদস্য
১৬।	জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ	সদস্য
১৭।	উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য

(খ) জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি :

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩।	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪।	নিবাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি বিভাগ	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান, পৌরসভা (যদি থাকে)	সদস্য
৭।	থানা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৮।	ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার	সদস্য
৯।	খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ক্ষেত্রে কে.ডি. এ, সি.ডি. এ., ও আর ডি. এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/(এল.এ)	সদস্য-সচিব

(যে সকল জেলায় অতিঃ জেলা প্রশাসক এল, এ.
কর্মরত আছেন সেসব জেলায় তিনি সদস্য সচিব
হিসাবে থাকিবেন।)

২৮. কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও যে সব প্রস্তাব বিবেচিত হইবে উহার সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবক সংস্থাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হইতে হইবে। কোন প্রস্তাবক উপস্থিত না থাকিলে (বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া) সম্পূর্ণ প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে না।

(১) কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সরকারী সংস্থাসমূহের প্রস্তাব বিবেচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিতে হইবেঃ-

- (ক) প্রস্তাবের সহিত প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র/তথ্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে কিনা;
- (খ) যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে, লে-আউট প্ল্যান ও একল্লের বর্ণনা মতে উক্ত পরিমাণ জমি সংশ্লিষ্ট একল্লের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন কি না;
- (গ) অধিগ্রহণের ফলে অধিক সংখ্যক ঘরবাড়ি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রত্যাশী সংস্থা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে কি না;
- (ঘ) সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনে অধিগ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করা হইয়াছে কিনা;
- (ঙ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ।

(২) বেসরকারী/ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবেঃ

- (ক) সংশ্লিষ্ট একল্লটি জনস্বার্থ সম্পূর্ণ কি না;
- (খ) একল্লটি প্রস্তাবক ব্যক্তি বা সংস্থার নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি না;
- (গ) প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণকালে বিধিমালায় "ছ"ফরমে সম্মতিপত্র সম্পাদন করিয়াছে কি না;
- (ঘ) প্রস্তাবক ব্যক্তি/সংস্থা প্রস্তাবিত জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে কি না;
- (ঙ) সামগ্রিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য কি না;

২৯. বেসরকারী প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ সুপারিশের পর প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণকালে কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় অনুমতি প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিবে।

৩০. বেসরকারী প্রস্তাব অনুমতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকালে কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির কার্যবিবরণীসহ প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদয় কাগজ পত্র/তথ্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

(অধিগ্রহণ কার্যক্রম)

৩১. ক্ষেত্র ভেদে কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনুমোদনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণকল্পে ভিন্ন ভিন্ন অধিগ্রহণ কেস চালু করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বেসরকারী প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রাপ্তির পূর্বে অধিগ্রহণ কেস চালু করা যাইবে না।
৩২. অতঃপর আদেশনামায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রাপ্তি ও কেন্দ্রীয় কিংবা জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়সহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক ৩ ধারা মতে নোটিশ প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৩৩. ৩ ধারামতে নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিগৃহীতব্য সম্পত্তির উপর বা নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, থানা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এই নোটিশ সংশ্লিষ্ট জমির মালিককে সরাসরি প্রদান করিয়া জারী করিতে হইবে। এইরূপ কাহাকেও পাওয়া না গেলে উক্ত মালিকের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানে কিংবা উহার পাশাপাশি কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করিতে হইবে। ইহা ছাড়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগেও মালিকের ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে।
৩৪. ৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনা/জারীর তিন দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিও প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি যৌথভাবে সরেজমিনে তদন্ত কাজ শুরু করিয় যথাশীঘ্র সম্ভব বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে ফিল্ড বুক প্রস্তুত করিতে হইবে।
৩৫. ৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ৪(১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে জেলা প্রশাসক ৪-
 (ক) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘা পর্যন্ত হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ দিন (দশ) দিন কিংবা বিভাগীয় কমিশনারের অনুমতিক্রমে সর্বমোট ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৪(৩) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন ;
 (খ) প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার উর্ধ্বে হইলে উক্ত ১৫ (পনের) দিন পর পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ অধিগ্রহণ কেস নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।
৩৬. ৩ ধারামতে নোটিশ প্রকাশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ৪(১) ধারামতে কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তাহা গ্রহণ করিয়া আপত্তি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত ১৫(পনের) দিন অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক আপত্তিকারীকে কিংবা তাহার নিয়োজিত ব্যক্তি কে যথাযথ শুনানী প্রদান করিয়া এবং প্রয়োজনে

আরও তদন্তের ব্যবস্থা করতঃ ৪(২) ধারামতে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেদনসহ কেস নথি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

(ক) ৫০(পঞ্চাশ) বিঘা পর্যন্ত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন ;

(খ) ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্ধ্বে প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন ।

৩৭. জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে অধিগ্রহণ কেস নথি প্রাপ্তির পর -

(ক) বিভাগীয় কমিশনার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিন কিংবা আদেশনিম্নায় কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যেই ৫(১) (এ) ধারামতে অধিগ্রহণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ৫(১) (বি) ধারামতে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া কেস নথি জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন।

৩৮. যখন সরকার, বিভাগীয় কমিশনার কিংবা জেলা প্রশাসক কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উক্ত সিদ্ধান্তই এই মর্মে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে যে উক্ত সম্পত্তি জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

(ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ)

৩৯. ক্ষেত্রভেদে সরকার, বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক কর্তৃক যথাক্রমে ৫(১) (বি), ৫(১) (এ) এবং ৪ (৩) (বি) ধারামতে অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরই ৬ ধারামতে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি স্বার্থযুক্ত বলিয়া জ্ঞাত ও বিশ্বাসকৃত সকল ব্যক্তি এবং ভোগ দখলকারীদের (যদি থাকে) উপর এই নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৪০. উপরোক্ত নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রেও ৩৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৪১. নোটিশ প্রদানের ১৫(পনের) দিন পরে নির্ধারিত কোন দিনে এবং কোন স্থানে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তিতে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থের প্রকৃতি এবং দাগসূচীসমূহের বিবরণ পরীক্ষা করিয়া তদভিত্তিতে স্বার্থের বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

৪২. ৬ ধারার অধীন যাহাদেরকে বিবরণ প্রদান বা পেশ করিবার জন্য বলা হইবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) ১৭৫ও ১৭৬ ধারামতে উক্তরূপ করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩. ৬ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৮ ও ৯ ধারা এবং ৮নং বিধি অনুসরণে ফিল্ডবহির ভিত্তিতে অধিগ্রহণাধীন সম্পত্তি ও তদস্থিত ঘরবাড়ি, গাছ-পালা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ও রোয়েদাদ প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৪৪. প্রাক্কলন প্রস্তুতকালে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(ক) জমি/ভূমির বাজার মূল্য নির্ধারণ:

৩ ধারামতে নোটিশ প্রদানের পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী সমশ্রেণীও সমসুবিধায়ুক্ত সকল বিক্রিত জমির বিক্রয়মূল্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে সংগ্রহ করিয়া একর প্রতি শ্রেণীভিত্তিক জমির মূল্যহার (মোট জমির মূল্যকে মোট জমির পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া) নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তদভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(খ) ঘরবাড়ি/ অড়াকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ :

গণপুর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সহিত পরামর্শক্রমে ঘরবাড়ী/অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(গ) পুকুরের মূল্য নির্ধারণ :

পুকুর সংলগ্ন বা নিকটবর্তী নাল জমির মূল্যহারের ভিত্তিতে পুকুরের জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। সংলগ্ন বা নিকটবর্তী কোন নাল জমি না থাকিলে পুকুর-সংলগ্ন বা আশে পাশের ভিটিশ্রেণী জমির মূল্যহারের $\frac{2}{3}$ ভাগ হারে পুকুরের জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। পুকুরের পাড়কে "চালা" শ্রেণীর জমি হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। উপরোক্তভাবে নির্ধারিত মোট মূল্যের উপর মৎস্যের ক্ষতি এবং পুকুর হইতে সংশ্লিষ্ট মালিকের উপার্জনের ক্ষতিপূরণ বাবত ১% মূল্য যোগ করিয়া পুকুরের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ঘ) গাছপালার মূল্য নির্ধারণ:

বনবিভাগ হইতে গাছপালার মূল্যহার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছপালার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ঙ) দণ্ডায়মান ফসলের মূল্য নির্ধারণ:

কৃষি বিভাগ হইতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের একরপ্রতি উৎপাদন হার সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মোট মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্গাদার কর্তৃক উৎপাদিত ফসলের জন্য আলাদাভাবে ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ তৈরী করিতে হইবে।

(চ) ব্যবসায়িক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ:

(১) প্রতিষ্ঠানটি আয়কর প্রদান করিলে বাৎসরিক আয়ের $\frac{1}{8}$ অংশ প্রদেয় হইবে।

(II) প্রতিষ্ঠানটি আয়কর প্রদান না করিলে প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত বাৎসরিক আয়ের $\frac{1}{8}$ অংশ অথবা উক্ত বছরে যে আয়ের জন্য আয়কর প্রদান করিতে হইবেনা (Non Taxable income) উহার $\frac{1}{8}$ অংশের মধ্যে যাহা নিম্ন হইবে উক্ত পরিমাণ অর্থ বাৎসরিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদেয় হইবে।

(ছ) ঘরবাড়ি স্থানান্তর ব্যয় নির্ধারণ:

কোন ক্ষতিগ্রস্ত মালিক তাহার ঘরবাড়ি নিতে চাইলে ঘরবাড়ি বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঘরবাড়ি স্থানান্তরের যুক্তিসংগত ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণ গণপূর্ত বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(জ) অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ:

ক হইতে ছ উপানুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিমতে (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) নির্ধারিত মোট মূল্যের উপর ৫০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যোগ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ঝ) আনুষঙ্গিক খরচ:

'জ' উপানুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সহিত নিম্নবর্ণিত হারে আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করিয়া মোট প্রাক্কলন প্রস্তুত করিতে হইবে:

- (I) সরকারি কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত অর্থের উপর ৩% হারে এবং তদূর্ধ্ব হইলে ২% হারে;
- (II) আধাসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত অর্থের উপর ১০% হারে এবং তদূর্ধ্ব হইলে ৭- $\frac{1}{2}$ হারে;
- (III) বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানধীন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যে কোন অংকের প্রাক্কলিত অর্থের উপর ১৫% হারে।

৪৫. সম্পত্তির মূল্যহার রোয়েদাদের প্রাক্কলন অব্যাহত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল.এ) কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং নারোয়েদাদ বহি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব (রাজস্ব/এল.এ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

৪৬. প্রাক্কলন অনুমোদন এর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ৭ (৩) (খ) ধারা মতে সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে অনুমোদিত প্রাক্কলন প্রেরণ করিতে হইবে। একই সঙ্গে অনুমোদিত রোয়েদাদের ভিত্তিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/মালিকদের বরাবরে/কানুনগো কর্তৃক স্বত্ব প্রমাণ সাপেক্ষে ৭ (৩)(ক) ধারার বিধানমতে নির্ধারিত ফরমে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৪৭. ৭(৪) ধারামতে প্রাক্কলন প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ ব্যক্তি কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে ন্যস্ত করিতে হইবে।

৪৮. প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির পর পরই ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ বিতরণে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

- (ক) ক্ষতিপূরণ মূলত 'প্রাপকের খাতে প্রদেয়' এল.এ.চেকে যথাসম্ভব প্রকল্প এলাকায় বিতরণ করিতে হইবে।
- (খ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য/ওয়ার্ড কমিশনার/গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রাপককে সনাক্ত করিতে হইবে।
- (গ) বর্গাদারের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ নগদ অর্থে প্রদান করিতে হইবে।
- (ঘ) এওয়ার্ডভুক্ত মালিক ব্যতীত অন্য কেহ ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবী করিলে মালিকানা সাব্যস্তের লক্ষ্যে দাবীদারের নিকট হইতে আবেদন গ্রহণ করিয়া মিস কেস চালু করিয়া সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যথাযথ শুনানী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল.এ.) এর আদেশের ভিত্তিতে উপযুক্ত মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
- (ঙ) কোন ক্ষতিগ্রস্ত মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে তিনি আপত্তি সহকারে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। মালিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এইরূপ আপত্তি সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত এওয়ার্ড বহির মন্তব্য কলামেও নোট রাখিতে হইবে। আপত্তি ব্যতীত ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী কোন মালিক ২৮ ধারামতে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না।

৪৯. কোন মালিক বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি ক্ষতিপূরণ গ্রহণে রাজী না হন বা যদি জমির মালিকানা বা অংশের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয় বা আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন থাকে সেই ক্ষেত্রে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবভুক্ত জমা হিসাব খাতে (Deposit account of the public Account of the Republic) গচ্ছিত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা নেওয়া হইলেই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। জটিলতা/মামলা নিষ্পত্তির পর এইরূপ জমাকৃত অর্থ উপযুক্ত মালিকদের প্রদান করিতে হইবে।

৫০. উক্তরূপভাবে ক্ষতিপূরণ বিতরণ করা হইলে কিংবা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির মালিকানা দায়মুক্তভাবে সরকারের উপর বর্তাইবে এবং জেলা প্রশাসক সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫১. প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক অর্থ কাহাকেও প্রদান করা হইলে, কিংবা সঠিক মালিক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া হইলে, উক্ত অর্থ সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

(অধিগ্রহণ কেস বাতিলকরণ, দখল হস্তান্তর, গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও নামজারীকরণ)

৫২. ৪৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি প্রাক্কলিত অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরই সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণ কেসের যাবতীয় কার্যক্রম আপনা আপনি বাতিল হইয়া যাইবে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক তৎমর্মে ১২ (২) ধারামতে নির্ধারিত ফরমে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবেন।
৫৩. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংশোধিত হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে- কোন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত সম্পত্তির কোন অংশ অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা নাই, সেই ক্ষেত্রেও ৫৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে উক্ত অংশের জন্য অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল করা যাইবে। তবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে এইরূপ কোন সম্পত্তি উক্ত বাতিল অংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।
৫৪. কোন অধিগ্রহণ কেস বা উহার অংশ বাতিল হইলে অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণের কারণে কোন মালিকের কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য এবং অধিগ্রহণ কেস রুজু করণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণকালে বহনকৃত যুক্তিসঙ্গত খরচার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৫৫. প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করিতে হইবে। দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।
- (ক) প্রত্যাশী সংস্থা বেসরকারী হইলে দখল হস্তান্তরের পর পরই নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তর দলিল (Deed of Transfer) সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে।
- (খ) সরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে না।
- (গ) দখল হস্তান্তরের পূর্বে ট্রেসিং ব্লুথে অধিগৃহীত সম্পত্তির ৪ (চার) ফর্দা চূড়ান্ত নক্সা (Map) প্রস্তুত করিতে হইবে এবং দখল হস্তান্তরের সময় উহার একটি কপি প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে হস্তান্তর করিতে হইবে।
৫৬. দখল হস্তান্তরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ১১ (২) ধারা মতে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফরমে একটি ঘোষণা জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৫৭. গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে নামজারী জমাভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ নামজারী জমাভাগ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করিতে হইবেঃ
- (ক) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর পরই জেলা প্রশাসক উহার একটি কপিসহ গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সম্পত্তি কোন এল.এ. কেসমূলে কোন সংস্থা/ব্যক্তির নামে নামজারী জমাভাগ হইবে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এইরূপ নির্দেশনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নামজারী জমাভাগ কেস চালু করিয়া প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণে যথাশীঘ্র সম্ভব নামজারী জমাভাগের কাজ করিবেন এবং তদভিত্তিতে সৃষ্ট খতিয়ানের কপি যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, জেলা রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(গ) জেলা রেকর্ডরুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ খতিয়ান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডরুমে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(আরবিট্রেশন)

৫৮. স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যক্তি/মালিক জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ গ্রহণ করেন নাই বা আপত্তিসহ গ্রহণ করিয়াছেন সেইরূপ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/মালিক ৭ (৩) (ক) ধারামতে নোটিশ জারীর ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
৫৯. উক্তরূপ আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।
৬০. আরবিট্রেটর জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের ১০% এর অধিক ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।
৬১. আরবিট্রেটর কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে সন্তুষ্ট না হইলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল আরবিট্রেটর কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ক্ষতিপূরণের ১০% এর বেশী ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।
৬২. আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাতে আবেদনসমূহ বিবেচনাকালে সরকার পক্ষ হইতে যাহাতে যথাযথভাবে প্রতিদ্বিতা করা হয়, উহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।
৬৩. আরবিট্রেটর কিংবা আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত সিদ্ধান্তে বর্ধিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ থাকিলে জেলা প্রশাসক আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাস সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণক প্রাক্কলন প্রস্তুতক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নোটিশ প্রদান করিবেন।
৬৪. জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশ প্রাপ্তির একমাস সময়ের মধ্যে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি উক্ত অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের বরাবরে জমা দিবেন।
৬৫. অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব স্বার্থসংশ্লিষ্ট মালিক/ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

৬৬. ১৯৪০ ইং সনের ১০ নং সালিশী আইনের কোন কিছুই অধিগ্রহণ আইনের সালিশী মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

(বিবিধ)

৬৭. ক্ষমতাপূর্ণঃ

জেলা প্রশাসক তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা এবং আরোপিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাহার অধীনস্থ ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার/অতিরিক্ত ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার এর উপর ২ (বি) ধারামতের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

৬৮. প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতাঃ

কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার বা উহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক কিংবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণঃ

(ক) কোন সম্পত্তিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) কোন সম্পত্তি বা তদস্থিত যে কোন কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) কোন সম্পত্তির চৌহদ্দি করিতে, চিহ্নিত করিতে এবং উহার নক্সা প্রস্তুত করিতে পারিবেন;

(ঘ) চৌহদ্দি পরিমাপ করার লক্ষ্যে লাইন স্থাপনকল্পে দণ্ডায়মান ফসল, গাছপালা বা জঙ্গলের অংশ কাটিতে পারিবেন;

৬৯. দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতাঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধির (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) অধীন দেওয়ানী আদালত যেরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে, সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

(ক) কোন ব্যক্তির প্রতি সমন জারী করা বা তাহাকে হাজিরা প্রদানে বাধ্য করা এবং তাহাকে শপথপূর্বক পরীক্ষা করা;

(খ) কোন দলিল দস্তাবেজ বা রেকর্ড উপস্থাপনে বাধ্য করা;

(গ) হলফপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(ঘ) সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করা;

(ঙ) কোন আদালতে বা দণ্ডের হইতে পাবলিক রেকর্ড তলব করা।

৭০. সম্পত্তির দখল সমর্পণে বাধ্য করার ক্ষমতাঃ

যদি জেলা প্রশাসক অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি দখল গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন বা প্রতিরুদ্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণে বাধ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনানুগ ফোর্স প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৭১. স্ট্যাম্প ডিউটি/ফিস প্রদান হইতে রেহাইঃ

অধিগৃহীত সম্পত্তির অনুমোদিত রোয়েদাদের ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণে কোন স্ট্যাম্প ডিউটি প্রয়োজন হইবে না এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি রোয়েদাদের কপি চাহিলে কোন প্রকার ফি ছাড়া প্রদান করিতে হইবে। কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ

অনুমোদনের পরবর্তী পর্যায়ে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনার কিংবা সরকার কর্তৃক ৪ (৩) (খ) বা ৫ ধারামতে অধিগ্রহণ অনুমোদনের পূর্বে কোন কারণবশতঃ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হওয়ার ফলে পূর্ব-অনুমোদিত সম্পত্তির বাহির্ভূত কোন নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত নতুন সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াভুক্তির জন্য কেন্দ্রীয়/জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। তবে এইরূপ পরিবর্তন পূর্ব-অনুমোদিত সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে উপরোক্ত অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না। উভয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

৭২. এক সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরঃ

(সি) এক সরকারী সংস্থার অনুকূলে চূড়ান্তভাবে অধিগৃহীত সম্পত্তি অন্য কোন সরকারী সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) নতুন প্রত্যাশী সংস্থা তিন ফর্দ নক্সা (নক্সায় প্রার্থিত সম্পত্তির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া) ৩ ফর্দ দাগসূচী (মৌজা নং, জে. এল. নং, দাগের মোট সম্পত্তির পরিমাণ, হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখক্রমে) এবং প্রস্তাবিত সম্পত্তি কত নং এল.এ. কেস মূলে পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার অনুকূলে অধিগৃহীত এতদসম্পর্কীয় তথ্যসহ কি উদ্দেশ্যে প্রার্থিত জমি প্রয়োজন, প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ আছে কি না ইত্যাদি তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় এইরূপ প্রস্তাব প্রাপ্তির পর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ব্যাপারে মতামত সংগ্রহ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অপর এক ফর্দ নক্সা ও এক ফর্দ দাগসূচী সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিয়া সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ চূড়ান্তকৃত কি না; প্রস্তাবিত সম্পত্তি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে; প্রস্তাব মোতাবেক সম্পত্তি হস্তান্তরে আইনগত বা অন্য জটিলতা দেখা দিবে কি না এতদসম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে।

(গ) জেলা প্রশাসক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করিয়া হস্তান্তর সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া দিবে।

(ঘ) হস্তান্তর প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদন সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পর পরই জেলা প্রশাসক ৪৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সম্পত্তির বাজার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সম্পত্তি প্রত্যাশী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিবেন। সাথে সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত শর্ত (যদি থাকে) প্রতিপালনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) অর্থ প্রাপ্তির পর সম্পত্তির অর্পণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্পত্তি অধিগ্রহণকালে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ উক্ত সংস্থাকে প্রদান করিয়া বাকী অর্থ “৭- রাজস্ব বিবিধ আদায়” খাতে জমা করিয়া দিবেন। উল্লেখ্য

অবস্থিত কাঠামো/ভবন/স্থাপনাদি বাবদ মূল্য সম্পত্তি অর্পণকারী সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্য হইবে।

(চ) অতঃপর জেলা প্রশাসক ট্রেসিং ক্রমে দুই ফর্দ চূড়ান্ত নক্সা প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ নক্সাসহ সম্পত্তি গ্রহণকারী সংস্থা বরাবরে দখল হস্তান্তর করিয়া দিবেন এবং নক্সার অপর ফর্দ নথির সহিত সংরক্ষণ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন এল.এ. কেইসের দুই ফর্দ সংশোধিত নক্সা ট্রেসিং ক্রমে প্রস্তুত করিয়া এক ফর্দ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং অপর ফর্দ এল. এ. কেস নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(ছ) সম্পত্তি হস্তান্তরের পর পরই জেলা প্রশাসক একই প্রজ্ঞাপনে সম্পূর্ণ পুনঃগ্রহণ ও হস্তান্তর সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন।

(জ) গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার পর ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে নামজারী জমাভাগ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করিবেন।

৭৩. পূর্বের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি নতুন কোন প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে করণীয়ঃ পূর্বের কোন অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ পূর্বতন প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা না থাকিলে এবং উক্ত সম্পত্তি কিংবা উহার অংশ বিশেষ ভিন্ন কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(ক) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান ও দখল গ্রহণ করা না হইয়া থাকিলে অধিগ্রহণ কেসটি বাতিল করিয়া প্রয়োজনীয় সম্পত্তি নতুন অধিগ্রহণ কেসভুক্ত করিয়া নিয়ম অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত থাকিলে, উক্ত সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া বর্ণিত বিধান মোতাবেক হস্তান্তর করিতে হইবে।

(গ) পূর্বতন অধিগ্রহণ কেসে আংশিক ক্ষতিপূরণ/অধিগ্রহণ নোটিশ জারী/দখল দেওয়া হইয়া থাকিলে এবং সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা বাকী ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে সম্মত না হইলে, পূর্বতন কেসের প্রাক্কালনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ সম্পত্তির ক্ষতিপূরণে বাবদ অর্থ নতুন প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সম্পত্তির মালিকদের বাকী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্বতন সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদত্ত অর্থ উক্ত সংস্থার বরাবরে ফেরৎ দিতে হইবে। অতঃপর সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য প্রত্যাশী সংস্থার নাম পরিবর্তন করিয়া/না করিয়া অধিগ্রহণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৭৪. অধিগৃহীত সম্পত্তির ব্যবহারঃ

(ক) কোন সংস্থার অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে কিংবা কোন প্রকার বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অধিগৃহীত সম্পত্তি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যতীত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে কিংবা কোন প্রকার বিক্রয়, লীজ, এওয়াজ কিংবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর হইলে, জেলা প্রশাসক আইনের বিধান লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে কেন সম্পূর্ণ সম্পত্তি পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারী খাসে আনয়নের ব্যবস্থা করা হইবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব করিবেন। নির্ধারিত সময়ে ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে কিংবা প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে গুনাহী দিয়া সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হইলে উক্ত সম্পত্তি পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারী খাসে আনয়নের ব্যবস্থা করিবেন।

৭৫. অধিগৃহীত অপ্রয়োজনীয় সম্পত্তি সমর্পণঃ

অধিগৃহীত কোন সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অন্য কোন প্রকল্পে প্রয়োজন না হইলে কিংবা অন্য সংস্থার বরাবরে হস্তান্তরের প্রয়োজন না হইলে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে।

জেলা প্রশাসক এইরূপ সমর্পিত সম্পত্তি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃগ্রহণক্রমে সরকারী খাসে আনয়ন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংশোধন করিয়া লইবেন।

৭৬. হিসাব সমন্বয়ঃ

অধিগ্রহণ কেসসমূহে পদ্ধতিগত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তির পর হিসাব সমন্বয় করিতে হইবে। জেলা হিসাব কর্মকর্তার সহিত পরামর্শক্রমে হিসাব সমন্বয়ের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭৭. পরিদর্শন ও দর্শনঃ

বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল.এ) ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার কর্তৃক জেলা ভূমি হুকুমদখল শাখা বহরে নিম্নবর্ণিত সংখ্যক পরিদর্শন/দর্শন করিতে হইবে।

কর্মকর্তা	পরিদর্শনের সংখ্যা	দর্শনের সংখ্যা
বিভাগীয় কমিশনার	১	২
জেলা প্রশাসক	২	৪
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এল.এ)	৪	৬
ল্যান্ড একুইজিশন অফিসার	৬	১২

৭৮. সম্পত্তি অধিগ্রহণের বার্ষিক বিবরণী প্রেরণঃ

প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে পূর্ববর্তী বছরের বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিবরণী ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭৯. ভূমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ ও সম্পত্তি জরুরী হুকুমদখল আইন ১৯৪৮ এর আওতায় পেভিং অধিগ্রহণ কেস নিষ্পত্তিকরণঃ

ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ ও সম্পত্তি জরুরী হুকুমদখল আইন ১৯৪৮ ও অন্য কোন আইন এর আওতায় রুজুকৃত অনিষ্পন্ন অধিগ্রহণ কেসসমূহ উক্ত আইনসমূহের বিধানমতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৮০. পার্বত্য জেলাসমূহে সম্পত্তি অধিগ্রহণঃ

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহে সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে দি চিটাগাং হিল ট্রাস্টস রেগুলেশন, ১৯৫৮ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৮১. ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা সার্টিফিকেট-এর দায়দায়িত্বঃ

অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম চাহিদা সার্টিফিকেট যে কর্মকর্তা প্রদান করিবেন, অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রমাণিত হইলে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে এবং এই জন্য ১৯৮৫ সনের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ২ (এফ) (২) মোতাবেক তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

(ফরমস ও রেজিস্টার)

৮৬. ফরমস :

- ক. ৩, ৬ ও ৭ ধারার নোটিশ সমূহবিধিমালার যথাক্রমে 'এ' 'বি' ও 'সি' ফরমে প্রদান করিতে হইবে।
- খ. ১১ (২) ধারার অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তি বিধিমালার 'ডি' ফরমে প্রকাশনা করিতে হইবে।
- গ. ১২ (১) ধারার অধীনে অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলকরণ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি বিধিমালার 'ই' ফরমে প্রকাশনা করিতে হইবে।
- ঘ. ১২(২) ধারার অধীনে বিভাগীয় কমিশনার/সরকারের অনুমোদনক্রমে অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিলকরণ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি বিধিমালার 'এফ' ফরমে প্রকাশ করিতে হইবে।
- ঙ. ১৫ (১) ধারামতে বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক 'সম্মতিক্রমে বিধিমালার জি' ফরমে সম্পাদন করিতে হইবে।
- চ. ১৫ (২) ধারামতে হস্তান্তর দলিল বিধিমালার 'এইচ' ফরমে সম্পাদন করিতে হইবে।
- ছ. যৌথ তদন্তের 'ফিল্ড বহি' 'ক' ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- জ. ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন 'খ' ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- ঝ. এল.এ.চেকের এডভাইস 'গ' ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।
- ঞ. সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিবরণী 'ঘ' ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৮৭. রেজিস্টারঃ

- ক) এল.এ.কেস রেজিস্টার ১ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- খ) ৪ (১) ধারার আপত্তি রেজিস্টার ২ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- গ) মালিকানা ক্ষতিপূরণ দাবী সংক্রান্ত মিস কেইস রেজিস্টার ৩ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঘ) এওয়ার্ড বহি ৪ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঙ) প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তি রেজিস্টার ৫ নং ছকে সংরক্ষণ করতে হইবে।
- চ) এল. এ. চেক (প্রাপ্ত ও ইস্যু) রেজিস্টার ৬ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ছ) প্রকল্পখাতে জমাকৃত অর্থ এবং ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদেয় চেকের হিসাব (লেজার) ৭ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- জ) আরবিট্রেশন কেস রেজিস্টার ৮ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঝ) এল. এ. আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ জমা রেজিস্টার ৯ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঞ) এল. এ. চেকের এডভাইস রেজিস্টার ১০ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ট) ভূমি পুনঃগ্রহণ রেজিস্টার ১১ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঠ) পরিদর্শন রেজিস্টার ১২ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ড) পত্র প্রাপ্তি রেজিস্টার, পত্র ইস্যু রেজিস্টার, পত্র জারী রেজিস্টার, আনুষঙ্গিক খরচের রেজিস্টার ইত্যাদি সরকারী বিধিবদ্ধ ছক মোতাবেক সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ঢ) ক্ষতিপূরণ অপার্যাপ্ততা সম্পর্কীয় আপত্তি রেজিস্টার ১৩ নং ছকে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

'ক' ফরম

যৌথ তদন্তের ফিল্ড বহি

ক্রমিক নং	দাঃ নং	শ্রেণী	অধিগৃহীত জমির পরিমাণ	মালিক/ দখলকারের নাম	ঘরবাড়ি / দালানকোঠা থাকিলে উহার সংখ্যা	দাগের শ্রেণী পুকুর হইলে উহার বিবরণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

গাছপালা থাকিলে উহার বিবরণ	ফসল থাকিলে উহার বিবরণ	দণ্ডায়মান ফসল বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত হইলে বর্গাদারের নাম ও ঠিকানা	অন্যান্য তথ্য	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১২

তদন্তকারীর নাম ও পদবীসহ স্বাক্ষর

তদন্তকারীর নাম ও পদবীসহ স্বাক্ষর

অধিগৃহীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন ফরম

জমির বর্ণনা		জমির মূল্য	ঘরবাড়ি/দালানের মূল্য	গাছপালার মূল্য	অন্যান্য মূল্য যদি থাকে	মোট বাজার মূল্য
শ্রেণী	পরিমাণ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৮ (২) ধারামতে বাজার মূল্যের উপর ৫০% হারে অতিরিক্ত মূল্য	মোট	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বমোট	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১২

এল.এ.ও/অতিরিক্ত এল.এ.ও

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাঃ / এল. এ)

জেলা প্রশাসক

নম্বর

‘গ’ ফরম

এল.এ. চেকের টাকা প্রদানের এডভাইস

শ্রদ্ধাঙ্গী কলিকাতা মহানগরীতে চাকরি করতী সীতা / প্রদান করতী সীতা

..... এল. এ. কেস নং

স্মারক নং তারিখ

প্রাপকঃ জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,	পারদর্শী কর্মকর্তা	উপস্থাপক কর্মকর্তা	স্বাক্ষর
১	৪	৩	৫

.....(জেলার নাম)

নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি / ব্যক্তিগণকে তাহার / তাহাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চেকের টাকা পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

এডওয়ার্ড ক্রমিক নং	প্রাপকের নাম	চেক নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ
(৫-৮)	(৩-৬)		(১+৩)	(৪+৫)
৫৫	৫৫	০৫	৫	৪

প্রাপকের নাম	প্রাপকের নাম	প্রাপকের নাম	প্রাপকের নাম	প্রাপকের নাম
১১	১০	১২	১৩	১৪

চাকরি করতী সীতা

ভূমি হুকুমদখল অফিসার / অতিরিক্ত ভূমি হুকুমদখল অফিসার

স্বাক্ষরিত তারিখ	স্বাক্ষরিত তারিখ
১১	১৮

ইং সনে বিভিন্ন সংস্থা / ব্যক্তি ভিত্তিক সম্পত্তি অধিগ্রহণের বাৎসরিক বিবরণী

জেতার নাম -

সময় -

প্রত্যাশী সংস্থা / ব্যক্তির নাম	পূর্ববর্তী বছরের অনিস্পন্ন কেস		বিবেচ্য বছরের প্রাপ্ত কেস	
	কেসের সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	কেসের সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫

মোট কেস		নিষ্পত্তিকৃত চূড়ান্তভাবে কেস		পেন্ডিং কেস		মন্তব্য
কেসের সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	কেসের সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	কেসের সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	
(২+৪)	(৩+৫)			(৬-৮)	(৭-৯)	
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ভূমি হুকুমদখল অফিসারের স্বাক্ষর

এল, এ, কেস, রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল.এ.কে স নং	প্রস্তাবিত সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ	কেন্দ্রীয় /জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ অনবুমোদনের তারিখ, অনুমোদিত জমির পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

৩ ধারার অধীনে নোটিশ প্রকাশনার তারিখ	নির্ধারিত সময় সীমায় আপত্তি থাকিলে গৃহীত ব্যবস্থা	জেলা প্রশাসক / বিভাগীয় কমিশনার / সরকার কর্তৃক সিদ্ধান্তের তারিখ	৬ ধারার অধীনে নোটিশ প্রকাশনের তারিখ	৭ ধারার অধীনে নোটিশ জারীর তারিখ
৭	৮	৯	১০	১১

প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ ও অনুমোদনের তারিখ	প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাক্কলিত টাকা প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করার তারিখ	দখল হস্তান্ত রের তারিখ	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার তারিখ
১২	১৩	১৪	১৫	১৬

নামজারীর তারিখ	রেকর্ড রুমে কানসাইনমেন্টের তারিখ
১৭	১৮

৪ (১) খারামতে আপত্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল. এ. কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	আপত্তিকারীর নাম	আপত্তি গ্রহণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫

আপত্তির বিষয়	গুনানীর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তের তাং	সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬	৭	৮

প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি
৯	১০	১১	১২	১৩

প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি
১৪	১৫

কতিপূরণ দাবী সংক্রান্ত মিস কেস রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল. এ. কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	মিস কেস নং	পক্ষদ্বয়ের নাম, ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫

মিস কেসের বিষয়	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্তৃক সিদ্ধান্তের তারিখ	সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত-সার
৬	৭	৮

এওয়ার্ড বহি

ক্রমিক নং	এওয়ার্ডার নাম ও ঠিকানা	জমির বিবরণ			ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন	
		দাগ নং	শ্রেণী	পরিমাণ	জমির মূল্য	পুকুরের মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ক্ষতিপূরণের টাকার বিভাজন						
ঘরবাড়ির মূল্য	গাছপালার মূল্য	ফসলের মূল্য	মোট	পরিশোধিত	চেক নং ও তারিখ	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১১	১২	১৩

এল. এ. ও / এ. এল. এ. ও স্বাক্ষর

অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাঃ) এর স্বাক্ষর

প্রত্যাশী সংস্থা হইতে প্রাক্কলিত অর্থ প্রাপ্তির রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এল, এ. কেস নং	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	ব্যাংকের নাম, চেক নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

ওয়ার্ক ডান ফর পাবলিক বডিস খাতে প্রাপ্ত চেক জমা প্রদানের তারিখ ট্রেজারি চালান নং ও ক্রল নং	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার চালান প্রদানের তারিখ
৭	৮

এল. এ. চেক বহি প্রাপ্তি ও ইস্যু রেজিস্টার

ক্রমিক নং	তারিখ	পূর্ববর্তী মজুদ	ফরমস ও স্টেশনারী শাখা হইতে সরবরাহকৃত চেক বহির সংখ্যা	ইস্যুকৃত চেক বহির সংখ্যা	চেকবহি গ্রহিতার স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬

এল. এ. ওর স্বাক্ষর	মন্তব্য
৭	

লেজার ফরম

প্রত্যাশী সংস্থার নাম :

প্রকল্পের নাম :

প্রাকল্প প্রেরণের তারিখ:

প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ:

প্রাকল্পিত টাকা প্রাপ্তির তারিখ:

প্রাকল্পিত টাকা প্রকল্প খাতে জমা প্রদানের তারিখ :

ক্রমিক নং	প্রকল্প খাতে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদান			
		এওওয়ার্ডার নাম ও এওয়ার্ড ক্রমিক নং	চেক নং ও তারিখ	টাকার পরিমাণ	ব্যালেন্স
১	২	৩	৪	৫	৬

৪৫	৩৫	৫৫	৫৫
----	----	----	----

৫৫	৫৫	৫৫
----	----	----

আরবিট্রেশন কেস রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	এল. এ. কেস নং	আরবিট্রেশন কেস নং	আরবিট্রেশন কেসের ১ম পক্ষ	আরবিট্রেশন কেসের আর্জি প্রাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬

এস. এফ. (ঘটনা বিবরণী) প্রাপ্তিপূর্বক বিজ্ঞ জিপি বরাবর প্রেরণের তারিখ	আরবিট্রেশন কেসের সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সিদ্ধান্তের সঠিক বিবরণ	আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল-এ আপীল করা হইয়া থাকিলে কেস নং ও তারিখ	আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল-এ আপীল না করা হইয়া থাকিলে কারণ ও বর্ণনা।
৭	৮	৯	১০

আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের তারিখ এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	আরবিট্রেশন আপীল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন আদালতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বর্ণনা।	আরবিট্রেশন / আরবিট্রেশন আপীলেট ট্রাইব্যুনাল এবং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রত্যাশী সংস্থাকে সম্পূর্ণ প্রাক্কলন প্রেরণের তারিখ	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ
১১	১২	১৩	১৪

টাকার প্রাপ্তির তারিখ এবং পরিমাণ	ক্ষতিপূরণ প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
১৫	১৬	১৭

এল. এ. আনুষঙ্গিক বাবদ অর্থ প্রাপ্তি ও জমা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল. এ. কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম,	প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ	আনুষঙ্গিক খরচের পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬

জেলা প্রশাসকের পি. এল. খাতে টাকা জমা প্রদানের চালান নং এবং তারিখ	মন্তব্য
৭	৮

চেকের এডভাইজ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল. এ. কেস নং	এওয়ার্ড ক্রমিক নং	প্রাপকের ঠিকানা	চেক নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫

এডভাইজ প্রদানের তারিখ	টাকার পরিমাণ	এডভাইজ কনফারমেশনের	এল. এ. ও / অতিরিক্ত এল. এ. ও এর স্বাক্ষর
৬	৭	৮	৯

বিজ্ঞপ্তি পুনঃগ্রহণ রেজিস্টার

ক্রমিক নং	এল. এ. কেস নং	প্রত্যাশী সংস্থার নাম	সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ মিস কেস নং	সম্পত্তি পুনঃ গ্রহণ সম্পর্কে প্রত্যাশী সংস্থাকে নেটিশের তারিখ
১	২	৩	৪	৫

সম্পত্তির বিবরণ	শুনানীর তারিখ	সিদ্ধান্তের তারিখ, সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাঃ) বরাবর পুনঃগ্রহণকৃত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রেরণের তারিখ	মন্তব্য
৬	৭	৮	৯	১০	১১

পরিদর্শন / দর্শন রেজিস্টার

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিদর্শন বিবরণী	মন্তব্য / নির্দেশনা	মন্তব্য / নির্দেশনা মতে গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিদর্শন বিবরণী	মন্তব্য / নির্দেশনা	মন্তব্য / নির্দেশনা মতে গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬

ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ততা আপত্তি রেজিস্টার

ক্রমিক নং	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	এল. এ. কেস নং	এওয়ার্ড বহিতে আপত্তিকারীর ক্রমিক নং	আপত্তিকারী কর্তৃক রজকৃত সালিশী মামলা নং ও দাখিলের তারিখ
১	২	৩	৪	৫

৭ (৩) ধারামতে নোটিশ জারীর তারিখ	সালিশী মামলার রায়ে বিবরণ	মন্তব্য
৬	৭	৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

নং-ভূঃ মাঃ/শা-১০/হঃদঃ/শাখা-১/৯৪/৫০৬

তাংঃ ৪-১১-৯৭ইং

প্রাপক : জেলা প্রশাসক - (সকল)

বিষয় : ১৯৮২ সনের ২ নং আইনের আওতায় ৫ (১) ধারায় সরকারের অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রেরিত এল এ কেসের জমির শ্রেণীর উল্লেখ করা সংক্রান্ত।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া জানাইতেছে যে, ১৯৮২ সনের ২ নং আইনের ৫ (১) ধারামতে সরকারের অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকগণ যে সকল এল.এ. কেস মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির শ্রেণী উল্লেখ থাকে না। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য এই সকল এল. এ. কেস প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থে এখন হইতে জেলা প্রশাসকগণ অন্যান্য তথ্যাদির সংগে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি উল্লেখপূর্বক এল. এ. কেসসমূহ ৫ (১) ধারায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

- (ক) অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত জমির জেলা, থানা ও মৌজার নাম. জে. এল. নং সহ।
- (খ) জমির শ্রেণী ও শ্রেণীভিত্তিক জমির পরিমাণ- কৃষি, অকৃষি, ডোবা, নালা, ভিটি, পতিত প্রভৃতি উল্লেখ করিতে হইবে।
- (গ) জমির মালিকানা যথা ব্যক্তিমালিকানা, খাস, অর্পিত, পূর্বে অধিগ্রহণকৃত। পূর্বে অধিগ্রহণকৃত হইলে বর্তমানে কাহার ব্যবস্থাধীনে আছে তা দাগসূচীতে (জমির পরিমাণ) আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(মোঃ আব্দুল হাই)

উপ সচিব (উঃ)।

নং-ভূঃখঃ/মা-১০/হঃ দঃ/সাধা-১/৯৪/৫০৬

তাংঃ ৪-১১-৯৭ইং

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
বিভাগীয় কমিশনার সকল।

উপসচিব (উঃ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং-ভূঃমাঃ/শা-১১/হঃ দঃ/শাখা-১৪/৯৭/৪৩৫(৬৪)

তাং ১১-০৮-১৪০৪ বাং
২৫-১১-১৯৯৭ ইং

প্রাপ্তক : জেলা প্রশাসক - (সকল)

বিষয় : ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনে বা তৎপূর্বকার আইনে এল এ
কেসসমূহের নিষ্পত্তি প্রসংগে।

১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল বা তৎপূর্বকার আইনে রজুকৃত বহু এল. এ. কেস এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রহিয়াছে মর্মে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক চূড়ান্তকৃত প্রাককলন প্রস্তুত না করা, প্রত্যাহী সংস্থা কর্তৃত প্রাককলিত অর্থ প্রদানে ব্যর্থতা, কাগজপত্রের অভাব, দেওয়ানী মামলার সম্পত্ততা ইত্যাদি কারণে উক্ত কেসসমূহ বৎসরের পর বৎসর অনিষ্পন্ন থাকায় নানাবিধ আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেসগুলির অধিগ্রহণ কার্যক্রম চূড়ান্ত না হওয়ায় প্রত্যাহী সংস্থার বরাবরে সংশ্লিষ্ট জমির জমাখারিজ করাও সম্ভব হইতেছে না। ফলে সরকার প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ ভূমি উন্ময়ন কর হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

২। এই অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ২২-৯-৯৩ইং তারিখের ভূঃমাঃ/শা-১১হঃদঃ/সাধারণ - ৪ / ৯৩ / ৪৭৭ / ১ (৬৪) - একুইন নং স্মারক মারফত ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন বা তৎপূর্বকার আইনে চালু অনিষ্পন্ন এল. এ. কেসসমূহ ৩১-৩-৯৪ খ্রীঃ তারিখের মধ্যে নিষ্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সকল অনিষ্পন্ন কেস নিষ্পন্ন করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

৩। উপরোক্ত অবস্থায় ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন অনুযায়ী চালুকৃত এল. এ. কেসসমূহ আগামী ৩০-৬-৯৮ খৃঃ তারিখের মধ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইল। যে সকল কেস বিভিন্ন কারণে নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয় তাহারও একটি তালিকা, কারণ / কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- (মোঃ আবুল হাই)
উপ-সচিব (উঃ)।
তাং ২৫-১১-১৯৯৭ইং
১১-৮-১৪০৪ বাং

নং-ভূঃ মাঃ/শা-১১/হঃ দঃ/শাখা-১৪/৯৭/৪৩৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ

- ১। বিভাগীয় কমিশনার, ----- বিভাগ, -----।
- ২। ভূমি হুকুমদখল অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, -----।

জাহাঙ্গীর /

স্বা/- (সফিকুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং-ভূমাঃ/শা-১১/হঃদঃ/চাঁদ-৩০/৯৪

তাং: ২৬-০৪-১৯৯৮ইং
১৩-১-১৪০৫ বাং

প্রেরক : মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক : জেলা প্রশাসক
----- (সকল)

বিষয় : হুকুমদখলকৃত অব্যবহৃত ভূমি মূল মালিকদের ফেরত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায়।

হুকুমদখলকৃত অব্যবহৃত ভূমি মালিকদের ফেরত প্রদানের বিষয় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায় ১৯৯৮ সনের ৫০ ডি. এল. আর.এর ১১ নং পৃষ্ঠার উদ্ধৃতাংশ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হইলঃ

"Mere non-use of the acquired land for the purpose for which it was acquired will not give any right to get return of the same. Once a property is validly acquired after meeting the legal formalities it vests in the Government and its previous owner does not have any right to ask, return of the same for its non-utilization for the specific purpose for which it was acquired."

50 DLR (AD) (1998)

Page 11.

স্বা/- (মোঃ শাহাবুদ্দিন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

স্মারক নং-ভূঃমাঃ/শা-১১/ভঃ দঃ/সাধা-১৯/৯৭/১৭৯,

তাং ২৫-০৫-৯৮ইং

প্রাপক : জেলা প্রশাসক - (সকল)

বিষয় : উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী খাস জমি ব্যবহার এবং প্রকল্প স্থান নির্বাচনের পূর্বে সম্ভাব্য এলাকার ভিডিও রেকর্ডকরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে জানান যাইতেছে যে, বিগত ৪-২-৯৮ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এন.ই.সি সভা অনতিত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে খাসজমি ব্যবহার এবং প্রকল্প নির্বাচনের পূর্বে সম্ভাব্য এলাকার ভিডিওকরণ সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ক) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী খাসজমি ব্যবহার অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- খ) প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচনের পূর্বে যথাসম্ভব এলাকার সকল স্থাপনার ভিডিও রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজন ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে না পারে।

২। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারী খাসজমি ব্যবহারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। খাসজমি প্রাপ্তি সম্ভব না হইলে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রকল্পের জন্য স্থান নির্বাচনের পূর্বে সম্ভাব্য এলাকার সকল স্থাপনার ভিডিও রেকর্ড করিয়া রাখিতে হইবে। ভিডিও রেকর্ডিং এর খরচ এল.এ. কন্টিজেন্সি হইতে মিটানো যাইতে পারে।

৪। এন. ই. সি'র উপরোল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- (মোঃ আবদুল হাই)

উপ সচিব (উঃ)।

স্মারক নং-ভূঃমাঃ/শা-১১/ভঃ দঃ/সাধা-১৯/৯৭/১৭৯,

তাং ২৫-৫-৯৮ইং

অনুলিপি - সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

স্বা/- (মোঃ নূর উদ্দিন আহমেদ)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

शाखा-११

স্মারক নং-ভূঃ মাঃ/শা-১০/ছঃ দঃ/সাধা-৭/৯৭/১৮৫,

তাং: ২৮-৫-৯৮ইং

প্রাপক : জেলা প্রশাসক - (সকল)

বিষয় : এলএ শাখায় ব্যবহারের জন্য টাইপরাইটার মেশিন, আসবাবপত্র ও অফিস মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের সংশোধনী আদেশ।

সূত্র : (ক) মন্ত্রণালয় স্মারক-ভূমঃ/শা-১০/ছঃ/সাধা-২১/৯১/২৭(৬৪), তাং ২৯-২-৯৫

(খ) " " " সাধা-২১/৯১/৩১৭/৬(৬৪), তাং ২-৯-৯৭ইং।

জেলা প্রশাসকগণের এল. এ. শাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এল. এ. কন্টিজেন্সি খাত হইতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার স্থলে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রতিবৎসর নিম্নোক্তভাবে খরচ করিতে পারিবে।

ক) টাইপরাইটার মেশিন, আসবাবপত্র, ষ্টেশনারী এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বাৎসরিক ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিভাগীয় কমিশনারগণের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে এল. এ. কন্টিজেন্সি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ মওজুদ থাকা সাপেক্ষে জেলা প্রশাসকগণ খরচ করিতে পারিবেন।

খ) ভূমি হুকুমদখলের জন্য যানবাহন বা কম্পিউটার ইত্যাদি প্রয়োজন হইলে ভূমি মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিবে।

যানবাহন বা কম্পিউটার ইত্যাদির প্রস্তাব জেলা প্রশাসকগণ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

এতদসংক্রান্ত, মন্ত্রণালয় হইতে জারীকৃত সুত্রোদ্ধিখিত স্মারকদ্বয় বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বা/- (মির্জা মোঃ আল-ফারুক)

যুগ্ম-সচিব (উঃ) ।

নং-ভূমঃ/মা-১০/ছঃদু/সাধা-৭/৯৭/১৮৫/(৬)

ତା: ୨୪-୫-୯୪ ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল ও সিলেট বরাবর প্রেরণ করা হইল।

উল্লেখিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের অনুমোদন/সুপারিশ প্রদানকালে উহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- মোঃ নুর উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

স্মারক নং-ভূমঃ/শা-১১/হঃদঃ/বরি-৭/৯৮/৪৫৬(৬৪),

তাংঃ ২০-০৮-৮ইং

০৫-০৫-১৪০৫বাং

অফিস স্মারক

১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশে কেবল মাত্র 'জনস্বার্থে' এবং "জনকল্যাণে" ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ করার বিধান আছে। ভূমি অধিগ্রহণ একটি বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া। একমাত্র জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা একটি সেবামূলক জনহিতকর কাজ। ইহার জন্য কাহারও জমি অধিগ্রহণ করা কোন নীতিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য, উদ্যোক্তাকে ভূমির মালিকগণের সহিত একটি সমঝোতার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় জমি খরিদ করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা উচিত এবং শ্রেয়ও বটে।

অতএব, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভবিষ্যতে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে আইনগত দিক ও জনকল্যাণ এবং জনস্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হইল।

প্রাপক : জেলা প্রশাসক,

স্বা/- মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

সিনিয়র সহকারী সচিব।

নং-ভূমঃ/শা-১১/হঃদঃ/বরি-৩/৯৮/৪৫৬(৬৪)/১(২২)

তারিখঃ ০৫-০৫-১৪০৫ বাং

২০ - ০৮-৯৮ইং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল :

- ১। কমিশনার ----- বিভাগ, -----।
- ২। জেলা প্রশাসক, বরিশাল। ইহা তাহার ৫-৪-৯৮ইং তারিখের ২-৪/৯৭-৯৮/ এল, এ. স্মারকের বরাতে প্রেরিত হইল।
- ৩। মহারিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, ২য় বার তলা ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৫। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্থার বোর্ড, ১৪১-১৪২আই, ডব্লিউটি এ ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব-শাখা নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ১২, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/- মোঃ শাহাবুদ্দিন খান

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং-ভূঃমাঃ/শা-১১/ছঃদঃ/বিবিধ-৩/৯৭/২৯,

তাং: ১১-০১-৯৯ইং

প্রাপক : ১। কমিশনার
-----বিভাগ----- (সকল)
২। জেলা প্রশাসক -----সকল।

বিষয় : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সরকারের সমস্ত আয় সংযুক্ত তহবিলে
জমা প্রদান প্রসংগে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় প্রণীত একাউন্টস কোড অনুযায়ী সমস্ত আয় সরকারী সংযুক্ত তহবিলে জমা হওয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অধিগ্রহণকৃত জমি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে স্বল্প/দীর্ঘ মেয়াদী লীজ প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ইজারা লব্ধ অর্থ একাউন্টস কোডে উল্লেখিত কোডে উল্লেখিত ভূমি সংক্রান্ত তহবিলের নির্দিষ্ট খাতে জমা না দিয়ে নিজস্ব আয় হিসাবে নিজেরাই খরচ করিয়া থাকে। ইহাতে ভূমি ইজারা/বন্দোবস্ত বিক্রয় বাবত আয় প্রজাতন্ত্রের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অথচ এই জাতীয় আদায়কৃত অর্থ একাউন্টস কোডে উল্লেখিত সংযুক্ত তহবিলের নিম্নোক্ত খাতসমূহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট যে কোন খাতে জমা দেওয়ার কথাঃ

- ১২০১ : ভূমি রাজস্ব
- ১২১১ : ভূমি উন্নয়ন কর
- ১২৫১ : ভূ-সম্পত্তি ইজারা
- ১২৬১ : জলমহাল ও পুকুর ইজারা
- ১২৪১ : দখলকৃত ও অর্পিত সম্পত্তি ইজারা
- ৩৬০১ : জমি বিক্রয়।

উল্লেখিত বিষয়াদি লইয়া অর্থ মন্ত্রণালয় ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর প্রতিনিধি সম্মুখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ক) সরকারী দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি বিক্রয়/বন্দোবস্ত/ইজারা ইত্যাদি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংযুক্ত তহবিলে ভূমি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট খাতে জমা দিতে হইবে।
- খ) যে সকল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে সরকারী অর্থায়নে জমি অধিগ্রহণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহাদের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত ব্যবস্থা কার্যকর হইবে। অর্থাৎ এই সকল সংস্থাকেও অধিগ্রহণকৃত জমি বিক্রয়/লীজ/বন্দোবস্ত বাবদ আদায়কৃত

সমুদয় অর্থ সরকারের সংযুক্ত তহবিলের ভূমি সংক্রান্ত নির্ধারিত খাতে জমা দিতে হইবে।

এমতাবস্থায় সরকারের উল্লেখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- মোঃ আবদুল হাই
উপ-সচিব (উঃ)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/মা-১১/ছঃদুঃ/বিবিধ-৩/৯৮/২৯

তারিখ ১১-০১-৯৯খ্রীঃ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

- ১। সচিব ----- মন্ত্রণালয় (সকল)।
- ২। সকল দপ্তর / অধিদপ্তর।

স্বা/- মোঃ শাহাবুদ্দিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা-১১

নং-ভূঃমাঃ/শা-১০/হঃদঃ/সাধা-১৫/৯৯-২৭৯,

তারিখঃ ২১-০৬-২০০০ইং

প্রাপক : বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

বিষয় : জেলাওয়ারী রিকুইজিশনকৃত বাড়ী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে-জানাচ্ছি যে, ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের পর ১৯৪৮ সনে তখনকার সময়ে সরকারী প্রয়োজনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু বাড়ী হুকুমদখল করা হয়। হুকুমদখল জরুরী প্রয়োজনে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। তাছাড়া ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইনটি উহার মেয়াদ শেষ হওয়ায় বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৮২ সনে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন প্রবর্তিত হয়ে উহা বর্তমানে কার্যকরী রয়েছে। এ আইনে হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি ২ বছরের অধিককাল সরকারের প্রয়োজনে হুকুমদখলভুক্ত রাখতে হলে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। জানামতে ১৯৮২ সনে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন প্রবর্তন হওয়ার পর এ যাবৎ কোন জেলা থেকেই হুকুমদখলের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। অথচ হুকুমদখলকৃত বাড়ীগুলি জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আছে। কোন কোন জেলায় বরাদ্দপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করার পর তার উত্তরাধীকারীরা এখন বাড়ী ভোগ দখল করেছেন বলে অভিযোগ আছে। মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে অনেকে হুকুমদখলকৃত বাড়ী আত্মসাতের প্রচেষ্টায় আছে।

২। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে হুকুমদখলকৃত বাড়ী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দেশ মোতাবেক অনুরোধ করা হলো।

ক) হুকুমদখলকৃত বাড়ীসমূহের হুকুমদখল অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকলে আইন অনুযায়ী হুকুমদখলের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

খ) বাড়ীর বরাদ্দ প্রাপক কোন সরকারী কর্মচারী হলে এবং উক্ত সরকারী কর্মচারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করলে, নিয়ম অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর দখল হতে বাড়ী জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

গ) অর্পিত/পরিভ্যক্ত তালিকায় যে সকল হুকুমদখলকৃত বাড়ী আছে, অর্পিত/পরিভ্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নিয়ম অনুযায়ী এ সকল বাড়ীর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

স্বা/- মোঃ নূর উদ্দিন আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্মারক নং-ভূঃমাঃ/হঃদঃ/সাধা-১৫/৯৯-২৭৯/৬৪(১),

তারিখঃ ২৯/৬/২০০০ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ-

১। জেলা প্রশাসক ----- (সকল)।

স্বা/- (মোঃ নূর উদ্দিন আহমেদ)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/হঃদঃ/সাধা-০২/২০০০-৪৮০

তারিখ : ১৭/০৮/২০০০খঃ
০২/০৫/১৪০৭বাং

বিষয় : জেলা প্রশাসকের এল এ শাখায় কম্পিউটার সরবরাহ সংক্রান্ত।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৮/০৫/৯৮ খঃ তারিখের ভূঃ মঃ/শা-১০/ হঃ দঃ/সাধা-০৭/৯৭/১৮৫ (৬৪) নং স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাইতেছে যে, জেলা প্রশাসকগণ তাঁদের স্ব স্ব রাজস্ব শাখায় ব্যবহারের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে Accessories সহ একটি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা খরচ করিতে পারিবেন। এ অর্থ কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ব্যয় করা যাইবে।

২। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা জেলায় রাজস্ব শাখা ছাড়াও এল এ শাখায় আরেকটি কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের প্রত্যেকে অতিরিক্ত ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা খরচ করিতে পারিবেন।

৩। এই খরচ শুধুমাত্র একবার ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৪। এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক (সকল)

স্বা/- (মোঃ নাজমুল আহসান)
যুগ্ম-সচিব।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১০/ হঃ দঃ/সাধা-০২/২০০০-৪৮০/১ (৬),

তারিখ : ১৭/০৮/২০০০ খঃ
০২/০৫/১৪০৭বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল (সকল)।

স্বা/- (মোঃ নূর উদ্দিন আহমেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

রেজুলেশন

তারিখ, ২০ শে আগস্ট, ২০০ খঃ
০৫ই ভাদ্র, ১৪০৭ বঃ

বিষয় : কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতা সম্প্রসারিত করিয়া নতুনভাবে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্তকরণ প্রসঙ্গে। (ভূমি মন্ত্রণালয়ের রেজুলেশন নং এ এল ১৬/৭৬/৩৯৯ রিকুইন, তারিখ ২৭/৪/১৯৭৬)

নং ভূঃমঃ/শা-১০/হঃদঃ/সাধা-১১/২০০০-৪৭৭-ভূমি মন্ত্রণালয়ের রেজুলেশন নং এ. এল. ১৬/৭৬/৩৯৯ রিকুইন, তারিখ ২৭ শে এপ্রিল, ১৯৭৬ এর আংশিক সংশোধনক্রমে সরকার নিম্নলিখিত বিভাগীয় সদর দপ্তরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/সিটি কর্পোরেশন এর আওতাভুক্ত এলাকা কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেঃ

১) চট্টগ্রাম।

২) রাজশাহী।

৩) খুলনা।

৪) বরিশাল।

৫) সিলেট।

২। এখন হইতে উক্ত বিভাগসমূহের সদর দপ্তরের সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার জমি অধিগ্রহণের পূর্বে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি বিভাগীয় সদরের সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন পূর্বের ন্যায় প্রদান করিবে।

৪। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

৫। সূত্রে বর্ণিত রেজুলেশনের অন্যান্য বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বা/- এম, সাইফুল ইসলাম
সচিব।

রেজুলেশন

তারিখ, ২০শে আগষ্ট, ২০০০ খৃঃ

০৫ই ভাদ্র, ১৪০৭ বাং

নং ভূমিঃশা-১০/ছঃদঃ/সাধা-১১/২০০০-৪৭৮- ভূমি মন্ত্রণালয়ের রেজুলেশন নং স্মারক নং ভূমিঃশা-১০/ছঃদঃ/সাধা-১১/২০০০-৪৭৭, তারিখ ২০-০৮-২০০০ খৃঃ/০৫-০৫-১৪০৭ বাং মারফত কেন্দ্রীয় জমি বরাদ্দ কমিটির আওতা সম্প্রসারিত হওয়ায় সরকার নিম্নলিখিত জেলা প্রশাসকগণকে কেন্দ্রীয় জমি বরাদ্দ কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে :

(১) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।

(২) জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।

(৩) জেলা প্রশাসক, খুলনা।

(৪) জেলা প্রশাসক, বরিশাল।

(৫) জেলা প্রশাসক, সিলেট।

২। যে সকল জেলার অধিগ্রহণ কেস কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কেবলমাত্র ঐ সকল জেলার জেলা প্রশাসককে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বা/- এম, সাইফুল ইসলাম

সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

নং - ভূঃ মাঃ/শা-১১/হঃ দঃ/মৌলভী-১৭/২০০০/৪৩৭(৬৪),

তাংঃ ৩০-০৬-১৪০৭বাং

১৫-১০-২০০০ খঃ

প্রাপক : জেলা প্রশাসক -

বিষয় : ভূমি অধিগ্রহণ মামলার নথি দেওয়ানী আদালত কর্তৃক তলবকরণসহ অধিগ্রহণ কার্যক্রম
ব্যহত প্রসঙ্গে।

সূত্র : মৌলভী বাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্মারক নং - এল. এ. -২৪/বিবিধ/৯৫-
২০০০/১০৩ তারিখ-১৩-০৪-২০০০ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত স্মারক পত্রের বরাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশের ৪৪ ধারার বিধানে রুজুকৃত এল. এ. কেসের গৃহীত কার্যক্রম এবং নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আদালতের এখতিয়ার প্রকাশ্যভাবে Oust করা হইয়াছে বিধায় এই আইনের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞার আবেদন আইনত অচল। যদি কোন আদালতে এরূপ কোন মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে সরকার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ সরকারী কৌশলীর মাধ্যমে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৭ আদেশ ১১ (ডি) বিধিমাতে দরখাস্ত দায়ের করিয়া মামলার আরজি প্রত্যাখ্যান করিবার আবেদন করার জন্য নির্দেশক্রমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।

স্বা/- (বিমল কান্তি বড়ুয়া)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

নং - ভূঃ মাঃ/শা-১১/হঃ দঃ/মৌলভী-১৭/ ২০০০/ ৪৩৭(৬৪),

তাংঃ ৩০-৬-১৪০৭বাং

১৫-১০-২০০০ ইং

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরিত হইলঃ

- ১। বিভাগীয় কমিশনার, ----- বিভাগ -----।
- ২। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা নং - ৫ ও ১০ অত্র মন্ত্রণালয়।

স্বা/- (বিমল কান্তি বড়ুয়া)

সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা-১১

নং - ভূঃ মাঃ/শা -১০/বিবিধ-৬/২০০০/৪৩৭(৬৪),

তাং ৩ - ৬ - ১৪০৮বাং

১৮-০৬-২০০০ইং

বিষয় : অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের সাথে অত্যাৱশ্যকীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি সংযুক্ত করে স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জনস্বার্থে বা জনউদ্দেশ্যে স্থাবর সম্পত্তি ৫০ বিঘার উর্ধ্বে অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকগণ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবে অনেক সময় অস্পষ্টতা এবং চাহিত তথ্যাদি না থাকার কারণে প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব ঘটে। যার ফলে উন্নয়নমূলক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

২। সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাব স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল ১৯৯৭ এর ২০.১ এবং ২০.২ অনুসরণে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

২০.১ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্র / তথ্যাদি (প্রত্যেকটি ৫ কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবেঃ

- ক) প্রত্যাশী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র (পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাব এর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র কিংবা অনুমোদিত প্রকল্প সারপত্র)।
- খ) ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র।
- গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচী (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জে. এল. নং, দাগ নং দাগের শ্রেণী, দাগের মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে)।
- ঘ) লে-আউট প্ল্যান।
- ঙ) নক্সা (সর্বশেষ জরিপের নক্সায় প্রস্তাবিত জমির সীমানা লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে হইবে। প্রস্তাবিত জমির সীমানার ভিতরে অধিগ্রহণযোগ্য নহে এমন ভূমি যথা ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান, শ্মশান থাকিলে বা অধিগ্রহণ করা হইবে না এমন জমি থাকিলে উহা ভিন্ন কালিতে চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে এবং সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা নক্সায় উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।
- চ) নির্ধারিত ছকে বর্ণনা (ছকের প্রত্যেকটি কলাম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ছকের নির্ধারিত স্থানে স্থানসংকুলান না হইলে ভিন্ন কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া, সংযোজন করিতে হইবে)।
- ছ) রাজউক, কেডি,এ,সি, ডি, এ, এর অনাপত্তিপত্র (যে ক্ষেত্রে যথা প্রযোজ্য)।
- জ) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র (কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে)।
- ঝ) প্রকল্পের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী কিংবা বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্র।

এ) পুরানো দপ্তর/স্থাপনার পরিবর্তে নতুন দপ্তর/স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পুরোনো দপ্তর/স্থাপনার জমি কালেক্টরের নিকট সমর্পণ করা হইবে এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র।

ট) একল্লের বিস্তারিত বর্ণনা (আবাসিক/অফিস ভবনের ক্ষেত্রে ভবনের সংখ্যা, প্রতিটি ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, ভবন ব্যতীত অন্যান্য কোন কোন কাজের জন্য কি পরিমাণ জমির প্রয়োজন তাহার বিস্তারিত বিবরণ, রাস্তা, বাঁধ, ও খাল খনন একল্লের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিবরণসহ মূল রাস্তা, বাঁধ ও খালের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, মূল রাস্তার পার্শ্ববর্তী জমি, বাঁধ ও খালের পাড়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

২০.২ বেসরকারী সংস্থা/ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত নিম্নলিখিত কাগজ পত্র/তথ্যাদি (প্রত্যেকটির ৫ (পাঁচ) কপি করিয়া) সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

- ক) প্রাক্কলিত একল্ল / উদ্দেশ্যের সারপত্রসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়নের উৎস এবং অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা পত্র।
- খ) ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র।
- গ) প্রস্তাবিত জমির দাগসূচী (সর্বশেষ জরিপে মৌজার নাম, জে, এল নম্বর, দাগ নম্বর, দাগের শ্রেণী, দাগে মোট জমির পরিমাণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ উল্লেখ থাকিবে।
- ঘ) লে-আউট প্ল্যান।
- ঙ) সর্বশেষ জরিপের নকশা (প্রস্তাবিত জমি লালকালি দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে)।
- চ) বিধিমালার ৭ নং বিধিতে 'ছ' ফরমে সম্মতিপত্র (১৫০ টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)।
- ছ) রাজউক, কেডিএ, সিডিএ, আরডিএ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এর অনাপত্তিপত্র, (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য।
- জ) একল্লের বিস্তারিত বর্ণনা।

স্বা/- মোঃ হারুনুর রশিদ মিঞা
যুগ্ম-সচিব (উঃ)।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,

----- (সকল)

১৯৭২-৭৩
১৯৭৩-৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-১১

পরিপত্র নং-ভূঃ মাঃ/শা-৫/১অঃ (খঃ)-১৫/২০০২-৩৫৬(৬৪),

তাং ১৮/৭/২০০০২ইং

পরিপত্র

বিষয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বিভিন্ন এল এ সহ অন্যান্য কেসে জমির পরিমাপের ক্ষেত্রে সমরূপতা রক্ষাকরণ প্রসংঙ্গে।

ইদানিং দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন এল.এ.সহ অন্যান্য কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ হিসেবে কখনো হেক্টর এবং কখনো একর অথবা বিঘা উল্লেখ করা হয়। জমির পরিমাণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন একক ব্যবহারের ফলে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে যা কোনক্রমেই অভিপ্রেত নয়। জমির ক্ষেত্রে Standrdization বা মাপের স্পষ্টীকরণ অপরিহার্য। উপরন্তু জমির পরিমাণ শুধুমাত্র অংকে লিখিত হলে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দশমিক ব্যবহৃত হলে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে বিধায় স্পষ্টীকরণের স্বার্থে জমির পরিমাণ অংকের পাশাপাশি কথায় লেখা আবশ্যিক।

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এখন হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বিভিন্ন এল. এ.সহ অন্যান্য কেসে জমির পরিমাণের ক্ষেত্রে সমরূপতা রক্ষা করা এবং জরিম পরিমাণ স্পষ্টীকরণের স্বার্থে অংক ও কথায় পরিমাণ লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বা/-

উপ-সচিব (উন্নয়ন)।

প্রাপক ঃ ----- বিভাগ/ ----- জেলা

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- ২। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
- ৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, আদর্শ গ্রাম / এল.এ.টি.সি।
- ৫। মন্ত্রী, মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
- ৬। উপ-সচিব, প্রশাসন/উন্নয়ন/আইন/বাররাত, অত্র মন্ত্রণালয়।
- ৭। প্রতি মন্ত্রী, মহোদয়ের একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
- ৯। সিনিয়র সহকারী একান্ত সচিব, অত্র মন্ত্রণালয়।
- ১০। যুগ্ম-সচিব - প্রশাসন/উন্নয়ন/আইন মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অত্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং ভূঃ মঃ / শা - ১০ / বিবিধ - ৬/ ২০০১- ২৯৩/১১ তারিখঃ ১৮/০৯/২০০১ খ্রিঃ
০৩/০৬/১৪০৮বাং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্যঃ

- ১। বিভাগীয় কমিশনার, ----- (সকল)
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৫/১০/১১।
- ৪। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্বা/- (মোঃ আবুল বাশার)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তারিখঃ -----/তারিখঃ -----/তারিখঃ -----

স্বা/- মোঃ আবুল বাশার

সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৫

স্মারক নং-ভূঃ মাঃ/শা-৫/১ অঃ (খঃ)-১৫/২০০২/ ৩৭৮(৬৪),

তাংঃ ১৭-০৫-১৪০৯বাং
০১-০৯-২০০০ইং

পরিপত্র

বিষয় : ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্দ্ধে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদন প্রসংগে।

- সূত্রঃ (১) অত্র মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার নং-ভূঃমাঃ/শা-১০/ছঃদঃ/সাধারণ-২/৮৯/৭০(২৩০)-একুইন।
তারিখ-২৫/০১/৮৯ইং।
(২) অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমাঃ/শা-১১/ছঃ দঃ/সাধারণ-১৫/৯০/৪৬১(৬৪)-একুইন
তারিখ-১৮/০৬/৯০ইং

১০ (দশ) বিঘার উর্দ্ধে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণের জন্য সূত্রোল্লিখিত সার্কুলার দুইটিতে নির্দেশনা ছিল।

২। দেশে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু রহিয়াছে এবং ১০ (দশ) বিঘার পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্দ্ধে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে মর্মে The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance 1982 (Ordinance 2 of 1982) এর সংশ্লিষ্ট ধারা {৪ (৩) (এ)} এবং ১৯৯৪ সনের ২০ নং আইন Acquisition and Requisition of Immovable Property (Amendment) Act, 1994 এর মাধ্যমে সংশোধন করা হইয়াছে।

৩। এমতাবস্থায়, ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্দ্ধে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে একই প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে একের অধিক এল. এ. কেস রুজু করিলেও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণ প্রস্তাবাধীন মোট জমির পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘার উর্দ্ধে হইলে প্রতিটি এল.এ. কেসের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষরিত

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
যুগ্ম- সচিব (উন্নয়ন)।

জেলা প্রশাসক ----- (সকল)।

স্মারক নং ভূঃ মঃ/শা-৫/১ অঃ (খঃ)-১৫/২০০২/৩৭৮/১(৩২)

তারিখঃ ০১/০৯/২০০২ইং

১৭/০৫/১৪০৯ বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

- ১। বিভাগীয় কমিশনার ----- সকল।
- ২। পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৬। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন)/(আইন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৭। উপ-সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন)/(আইন)/(সায়রাত), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভূমি মন্ত্রণালয়।
- ৮। সিনিয়র সহকারী সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ----- (সকল)।

স্বা/- (লুৎফুল্লাহ বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব।